বিশ্বসাহিত্যের সেরা প্রেমের গল্প

প্রেম

প্রেম

বিশ্বসাহিত্যের সেরা প্রেমের গল্প

অনুবাদ

আতোয়ার রহমান

KOBI PROKASHANI

প্রেম : বিশ্বসাহিত্যের সেরা প্রেমের গল্প
অনুবাদ : আতোয়ার রহমান

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Prem: Biswasahitter Sera Premer Golpa translated by Atwar Rahman
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254
Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99903-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

আমেরিকা

এফ স্কট ফিটজিরাল্ড • মায়াবিনী ৭

এরস্কিন কল্ডওয়েল • উষ্ণ নদী ৩৬

আয়ারল্যান্ড

জেমস জয়েস • কানাগলি ৪৬

ডোনাগ ম্যাকডোনাগ • দিশী মদ ৫৪

ইংল্যান্ড

সমারসেট মম • স্যানাটোরিয়াম ৬৫

ইতালি

আলবার্তো মোরাভিয়া • লরি ড্রাইভার ৯৫

চীন

লু সুন • অতীতের জ্বালা ১০৪

জাপান

হায়াশি ফুমিকো • আশ্রয় ১২৬

জার্মানি

আর্থার শ্নিৎস্লার • ভ্রষ্ট লগ্ন ১৪২

দক্ষিণ আফ্রিকা
মোরোঙ্গোয়া সেরোতো • স্বৈরিণী ১৫৮

ফ্রান্স
গি দ্যা মোপাসাঁ • সূর্যমুখী ১৬৫

ভারত
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবাস্তব • খণ্ডিত স্বপ্ন ১৭৩

মিসর
মোহাম্মদ তায়েবী • অন্বেষণ ১৮৮

রাশিয়া
আন্তন শেখভ • এই প্রেম ২১৫

শ্রীলংকা
গুনসেন বিঠান • কমলির বাধা ২৩২

মায়াবিনী

এফ স্কট ফিটজিরাল্ড

কোনো কোনো সহকারী গলফ খেলোয়াড় বেহদ্দ গরিব। তাদের সবাই এক-কামরাওয়ালা বাড়ির বাসিন্দা। যার সামনে বাঁধা থাকে একটা রোগাটে গরু। কিন্তু ডেক্সটার গ্রিনের কথা আলাদা। ওর বাবা একটি মুদিখানার মালিক। ব্ল্যাক বিয়ারের সেরা মুদিখানা হলো শেরী দ্বীপের টাকাওয়ালা লোকদের অনুগ্রহে পুষ্ট 'মধ্যমণি'। খ্যাতির দিক থেকে ডেক্সটারদের মুদিখানার স্থান ঠিক তার পরেই। ডেক্সটারের গলফ খেলা শুধু হাতখরচের জন্য।

শরৎকালে মিনেসোটার দিনগুলো হয়ে ওঠে রুখুরুখু এবং ফ্যাকাশে। তারপর আসে দীর্ঘ শীতকাল। সে যেন সাদা একটা বাক্সের ডালা হয়ে সারাটা এলাকা ঢেকে রাখে। ডেক্সটার তখন গলফ কোর্সের ফেয়ারওয়ের বুকে জমে-ওঠা বরফের ওপর স্কি করে বেড়ায়।

এসব দিনে আশপাশের মাঠঘাটের দিকে চোখ পড়লে ওর মায়াবিনী মনটা গভীর বিষণ্নতায় নেতিয়ে আসে। গলফের মাঠগুলোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধ্যা নির্জনতা, সারাটা শীতকালে যা ক্ষুণ্ন হয় শুধু শীর্ণ কটি চড়ুইয়ের কলরবে—এ দৃশ্য ওর বুকটা যেন দুমড়ে দিয়ে যায়। গরমের সময় মাঠের হিলগুলো ঝলমল করে। কিন্তু শীতের সময় চাপ-বাঁধা এক-হাঁটু বরফের নিচে চাপা পড়া নিঃসঙ্গ বালির বাক্স ছাড়া সেগুলোর আর কোনো পরিচয় নেই। হিলগুলোর দিকে গেলে বাতাসের শনশনানিটাকে হু হু কান্নার মতো শোনায়। যদি কখনো রোদ ওঠে, আকার-আয়তনহীন, রুক্ষ, ঠিকরে পড়া আলোর হাত থেকে চোখ বাঁচাতে গিয়ে ওকে বারবার হোঁচট খেতে হয়।

তারপর, এপ্রিলে, শীতটা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। বরফগুলো তখন তরতর করে ব্ল্যাক বিয়ার হ্রদে গিয়ে পড়তে থাকে। মৌসুমের শুরুতেই যারা লাল-কালো বল নিয়ে বুক বেঁধে গলফের ময়দানে নেমে পড়ে, তাদের যে একটু বাধা দেবে, সে ধৈর্যটুকুও তার নেই। কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে, আর্দ্র জ্যোতিধারে ক্ষণেকের তরেও যদি না দিয়ে, শীত উধাও হয়ে যায়।

ডেক্সটারের কিন্তু মনে হয়, উত্তর অঞ্চলের এই বসন্তকালের মধ্যে একটা বিষণ্নতার ছায়া আছে। ঠিক যেমন শরৎকালের মধ্যে রয়েছে একটা জমকালো

ভাব। শরৎ এলেই ওর হাত দুখানা মুঠি পাকিয়ে কাঁপতে থাকে। ঠোঁটের ফাঁকে ফাটা বুদ্বুদের মতো আওয়াজ তোলে কতকগুলো অর্থহীন উক্তি। কল্পিত শ্রোতৃমণ্ডলী আর সেনাবাহিনীকে আদেশদানের নানান আকস্মিক ভঙ্গিতে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে ওঠে চঞ্চল।

তারপর অক্টোবর আসে বুকভরা আশা নিয়ে। যে আশা নভেম্বরে রূপ নেয় এক ধরনের বিজয়োল্লাসে। এরই মধ্যে কখন জানি শেরী দ্বীপের গরমের সময়কার ক্ষণস্থায়ী, উজ্জ্বল স্মৃতিকণাগুলো অক্ষয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তখন ডেক্সটার হয় গলফ চ্যাম্পিয়ন। চমকপ্রদ এক প্রতিযোগিতায় মি. টি এ হেডরিক ওর কাছে হার মানেন। কল্পনার ময়দানে ও বারবার এমনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এবং প্রতিবারই অক্লান্ত আয়াশে এই প্রতিযোগিতার রূপ একেবারে পাল্টে ফেলে। কখনো ও জয়লাভ করে প্রায় কৌতুকজনক অবলীলায়, কখনো বা হারতে হারতেও দর্শনীয় অগ্রগতির ফলে।

আবার, মাঝে মাঝে কল্পনায় ফুটে ওঠে আর এক দৃশ্য। ও যেন একখানা পিয়ার্স-অ্যারো গাড়ি থেকে মি. মর্টিমার জোন্সের মতো ভঙ্গিতে নেমে আসছে। তারপর ক্লান্ত পায়ে গিয়ে ঢুকছে শেরী দ্বীপ গলফ ক্লাবের বসবার ঘরে। কিংবা হয়তো ওর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ভক্তের দল। আর, ও ক্লাবের মাচার স্প্রিং বোর্ড থেকে পানির ভেতর লাফিয়ে পড়ছে শখের ডাইভিংয়ের কলাকৌশল দেখাবার জন্য। দর্শকদের ভেতর মি. মর্টিমার জোন্সের মুখখানা তখন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাচ্ছে।

একদিন ঘটে যায় একটি মস্ত ঘটনা।

সেদিন জোন্স এসে দাঁড়ান ডেক্সটারের সামনে। না, কল্পনার জোন্স নন, বাস্তব জগতের মানুষটিই। তাঁর চোখ দুটি ভেজা-ভেজা। তিনি ডেক্সটারকে ডেকে বলেন, তুমি ক্লাবের সেরা সহকারী গলফ খেলোয়াড়। অথচ তুমি নাকি ঠিক করেছ, আর খেলবে না! অন্য খেলোয়াড়রা তো তেমন নয়। তারা সবসময়ই আমার জন্য কিছু না কিছু করছে। কিন্তু তুমি ভেবো না। তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব। তাহলে আর খেলা ছাড়বে না তো?

ডেক্সটার দৃঢ় গলায় বলে, না, স্যার, আমি আর সহকারী হয়ে থাকতে চাইনে।

তারপর একটু থেমে জুড়ে দেয়, আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

: তোমার বয়স এখনও চৌদ্দ পেরোয়নি। অথচ আজ সকালে তমি ঠিক করেছ, ক্লাবে আর থাকবে না। ব্যাপারটা কী, বলো তো? তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিলে, সামনের সপ্তাহে আমার সঙ্গে স্টেট টুর্নামেন্টে যাবে?

: আমি কি আর ছোট আছি?

এবার ও 'প্রাথমিক শ্রেণি' লেখা ব্যাজটা ফিরিয়ে দেয়। তারপর সহকারীদের প্রশিক্ষকের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়ে। হেঁটেই ব্ল্যাক বিয়ার গাঁয়ের দিকে রওনা হয়।

সেদিন বিকেলবেলা মি. মর্টিমার জোন্স এক পেয়ালা মদ সামনে নিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ওর চেয়ে ভালো সহকারী আমি আর দেখিনি। ওর হাত থেকে কখনো বল ফসকায় না। খেলায় যেমন মনোযোগ, তেমনি বুদ্ধি। অথচ এ এত শান্ত, এমন সৎ আর কৃতজ্ঞ।

ঘটনাটার মূলে ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। বয়স যার বছর এগারো। চেহারাটা কুশ্রী। কিন্তু রূপের মতোই তারও একটা আকর্ষণ আছে। অনেক বাচ্চা মেয়ে কয়েক বছরের ব্যবধানেই অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয় এবং পুরুষের অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ মেয়ে সেই জাতের।

মেয়েটির চটক অবশ্য এই বয়সেই চোখে পড়ে। তার ঠোঁট-বাঁকানো হাসির ভঙ্গিতে। এবং (এতও আমাদের দেখতে হয়!) তার প্রায় উগ্র চোখ দুটিতে ফুটে আছে একটা সুপরিচিত, নিন্দনীয় বিদ্রোহ। এ ধরনের মেয়েদের মধ্যে উদ্দামতা দেখা দেয় অল্প বয়সেই। বিদ্রোহী মেয়েটির চোখে মুখে সে ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং সেটা তার ক্ষীণ দেহ থেকে একটা জ্যোতির মতো ঠিকরে পড়ছিল।

গলফের ময়দানে সে এসেছিল বড় আগ্রহ নিয়ে। বেলা তখন নয়টা। তার সঙ্গে ছিল সাদা লিনেনের পোশাক-পরা এক আয়া। যার হাতে সাদা একটা চটের থলের গলফ খেলার গোটা পাঁচেক ছোট ছোট স্টিক। ডেক্সটার যখন প্রথম মেয়েটিকে দেখতে পায়, তখন সে সহকারীদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে একটু যেন অস্বস্তির ভাব। এবং এই ভাবটুকু লুকোনোর জন্য সে আয়াকে লাগিয়ে রেখেছে একটা স্পষ্টতই অস্বাভাবিক বিষয়ের আলোচনায়। যদিও সে আলোচনা তার আকস্মিক এবং অসংবদ্ধ কতকগুলো মৃখভঙ্গির মিশেলে মিষ্টি।

ক্রমে তার কথাগুলো স্পষ্ট হয়েই ডেক্সটারের কানে এসে পৌঁছল, আজকের দিনটা সত্যিই চমৎকার, হিল্ডা।

কথা কয়টি উচ্চারণের সময় তার ঠোঁটের কোনা দুটো মোচড় খেয়ে একবার নিচের দিকে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটে ওঠে এক ফালি হাসি। পরমুহূর্তেই চোখদুটি চারদিকে একবার চোরা দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। এই অবসরে এক নিমেষের জন্য ডেক্সটারকেও স্পর্শ করে যায়।

তারপর মেয়েটি আয়ার উদ্দেশে বলে উঠল, আজ বোধহয় এখানে খুব বেশি লোকজন নেই।

আবার সেই হাসি। প্রাখর্যে উজ্জ্বল, কৃত্রিমতায় মুখর, আবেদনে অমোঘ।

আয়া শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, এখন কী যে করি!

: ঠিক আছে। আমি দেখছি।

ডেক্সটার একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানা একটুখানি হাঁ করে। ও যদি এক পাও এগিয়ে যায়, তাহলে ওর অপলক দৃষ্টিটা মেয়েটির চোখে পড়ে যাবে। এবং যদি পিছিয়ে আসে, মেয়েটির মুখখানা ও ভালো করে দেখতে পাবে না। সুতরাং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমে ও মুহূর্তখানেক বুঝতেই পারেনি, মেয়েটির বয়স কত হতে পারে। তারপর ওর মনে পড়ে, আগের বছর ও মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছে। তখন তার পরনে ছিল খাটো স্কার্ট। কথাটা মনে পড়তেই ও হঠাৎ নিজের অজানতেই, হেসে ওঠে। সংক্ষিপ্ত, টুকরোখানেক হাসি। এবং সে হাসি ওকেই সচকিত করে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

: খোকা।

ডেক্সটার থমকে দাঁড়াল।

: খোকা।

সন্দেহ নেই, মেয়েটি ওকেই ডাকছে। শুধু তা-ই নয়, ওই অর্থহীন, অযৌক্তিক হাসিটুকুর লক্ষ্যও ও-ই।

ডেক্সটার পরবর্তী জীবনে দেখেছে, ও-হাসির কথা অন্ততপক্ষে ডজনখানেক লোক মাঝবয়স অবধি ভুলতে পারেনি।

: গলফ মাস্টার কোথায়, বলতে পারো, খোকা?

: উনি ট্রেনিং দিচ্ছেন।

: ও। সহকারীদের মাস্টার সাহেব কোথায় আছেন, জানো?

: তিনি এখনও এসে পৌঁছায়নি।

: ও।

ডেক্সটারের জবাব শুনে মেয়েটি মুহূর্তখানেকের জন্য দমে যায়। সে একবার এ-পায়ে, একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে থাকে।

আয়া বলল, আমাদের একজন সহকারী খেলোয়াড় দরকার। মিসেস মর্টিমার জোন্স আমাদের গলফ খেলতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু খেলব কী করে? এখানে সহকারী কই? কী যে করি, বুঝতে পারছিনে।

এবার মিস জোন্সের চোখে ফুটে ওঠে কুটিল দৃষ্টি। এবং তারপরই মুখে দেখা দেয় সেই হাসিটা। আয়াকে থেমে যেতে হয়।

ডেক্সটার আয়ার উদ্দেশে বলল, এখানে আমি ছাড়া আর কোনো সহকারী নেই। আর, আমিও এখান থেকে নড়তে পারব না। সহকারীদের মাস্টার সাহেব যতক্ষণ না আসছেন, আমাকেই এখানকার সবকিছু করতে হবে।

মিস জোন্স আর তার সঙ্গিনী এবার সরে যায়। এবং ডেক্সটারের থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে শুরু করে উত্তেজিত কথা কাটাকাটি। সেই তর্কাতর্কির শেষে

দেখা যায়, মিস জোন্স থলে থেকে একখানা স্টিক টেনে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে মাটিতে ঠুকছে। একটু পরই স্টিকখানা সে আবার তুলে ধরে। এবারে আরও জোরে ঠুকবে বলে। কিন্তু লক্ষ্য আর মাটি নয়। স্টিকখানা সাঁই করে নেমে আসে আয়ার বুকের ওপর।

কিন্তু আয়া খপ করে ধরে ফেলে, মিস জোন্সের হাতে একটা মোচড় দিয়ে স্টিকখানা কেড়ে নিল।

মিস জোন্স ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ছোটলোক বুড়ি কোথাকার! তোর মুখে ঝাঁটা মারি।

তারপর আবার তর্কাতর্কি।

ডেক্সটার বুঝতে পারে, ব্যাপারটার মজা ওদের কথায় নয়—ছড়িয়ে আছে গোটা দৃশ্যটায়। এবং এটুকু বুঝবার পর ওর কেবলই হাসি পেতে থাকে। কিন্তু যখনই হাসিটা সরব হয়ে উঠতে চায়, ও চেপে যায়। ওর উৎকটভাবে মনে হতে থাকে, ছোট্ট মেয়েটি আয়াকে পিটুনি দিলে মন্দ হতো না।

দৃশ্যটির ওপর যবনিকাপাত হলো সহকারীদের মাস্টার সাহেবের আকস্মিক আবির্ভাবে।

আয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে আবেদন জানাল, মিস জোন্সের একজন অল্পবয়সী সহকারী দরকার। কিন্তু এই ছেলেটি বলছে, মাঠে নামতে পারবে না।

ডেক্সটারও তক্ষুনি জানিয়ে দিল, মি. ম্যাককেনা বলে গিয়েছিলেন, আপনি যতক্ষণ না আসেন, আমাকে এইখানেই থাকতে হবে।

মিস জোন্স বলল, আর কী? উনি তো এখন এসে গেছেন।

মাস্টার সাহেবের দিকে চেয়ে সে খুশি মনে একটুখানি হাসে। তারপর, থলেটা ধপ করে ফেলে দিয়ে উদ্ধত পায়ে মাঠের প্রথম হিলটির দিকে ছুট দেয়।

মাস্টার সাহেব ডেক্সটারের দিকে ফিরে বললেন, ব্যাপার কী? অমন পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, খুকির স্টিকগুলো উঠিয়ে নিয়ে এসো।

ডেক্সটার জবাব দিল, আজ বোধহয় আমার মাঠে নামা হবে না।

: তুমি মাঠে নামবে না?

: আমাকে বোধহয় খেলা ছেড়ে দিতে হবে।

ব্যাপারটা গুরুতর। ডেক্সটার নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। ও জনপ্রিয় সহকারী। গলফের মৌসুমে ওর মাসিক আয় ছিল তিরিশ ডলার। ব্ল্যাক বিয়ার হ্রদের আশপাশে আর কোথাও এতটা রোজগার করা যাবে না। কিন্তু ওর মনে আঘাত লেগেছে এবং সে আঘাতের বেদনা গভীর। প্রবল এবং আশু উৎক্ষেপের একটা পথ না পেলে মানসিক বিক্ষোভের হাত থেকে রেহাই নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজও নয়। ডেক্সটার জানে না, ও ওর শীতের স্বপ্নের হাতে পুতুল মাত্র। ওর পরবর্তী জীবন গাঁথা এমনি আরও অনেক ঘটনার সূত্রে।

আগে ওর শীতের স্বপ্ন ছিল শুধুই শীতের। এখন অবশ্য স্বপ্নগুলোর বিশেষ কোনো কাল নেই, বিশেষ কৌলীন্যও নেই। ওসব মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায়। যদিও বিষয়টা ঠিকই থাকে।

তবু, ওই স্বপ্নগুলোরই তাড়নায়, বছর কয়েক পরেও রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক একটা পরীক্ষা পাস করে ফেলে। পুব অঞ্চলের আরও পুরনো, আরও বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার একটি সুযোগও এসেছিল। যদিও তার ফলটা থাকে অনিশ্চিত। ডেক্সটারের তখন হাতটান যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাবার ব্যবসা ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। তিনি ওর খরচ চালাতেও রাজি হয়েছিলেন।

কিন্তু ডেক্সটারের স্বপ্ন যদিও প্রথমে টাকাওয়ালা লোকদের ঘিরে থেকেছে, ওর ভেতর একান্তই স্নবমার্কা কিছু আছে, এমন ধারণা করবার কোনো কারণ নেই। ঝলমলে জিনিস এবং ঝলমলে লোকের নিছক সংঘর্ষ ও কোনোদিন চায়নি। ওর কাম্য ছিল ঝলমলে জিনিসগুলোর মালিকানা। কেন, ও তা নিজেও জানে না। অনেক সময় ও হাত বাড়িয়েছে একেবারে সেরা জিনিসটির জন্য। আবার, মাঝে মাঝে সাধারণ জীবনের বিধিনিষেধের সঙ্গে লাগে ওর ঠোকাঠুকি।

ডেক্সটারের সমগ্র কর্মজীবন নয়—এমনি একটি নিষিদ্ধ ব্যাপার নিয়েই গড়ে উঠেছে এই কাহিনি।

সহকারী জীবনের পর ডেক্সটার টাকা করেছে। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ও চলে যায় ওদের অঞ্চলের একটা শহরে। যে শহরের ধনিকদের সহানুভূতি গ্রেট বিয়ারের সমৃদ্ধির কারণ। সেখানে যাওয়ার পর ওর পুরো দুটি বছরও কাটে না। তার আগেই লোকে ওকে দেখিয়ে বলতে শুরু করে, একটা ছেলের মতো ছেলে বটে! ওর বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। ডেক্সটারের চারপাশে তখন বড়লোকের ছেলেরা বেকায়দায় পড়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার উড়িয়ে দিচ্ছে। নয়তো পৈতৃক সম্পত্তি অনিশ্চিত ব্যবসায় লাগানোর চেষ্টা করছে। কিংবা এক কুড়ি চার খণ্ডে লেখা 'জর্জ ওয়াশিংটন কমার্শিয়াল কোর্স'-এর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ডেক্সটার এরই মধ্যে কলেজের ডিগ্রি আর মুখের জোরে হাজারখানেক ডলার ধার নিয়ে একটা লন্ড্রির পার্টনার হয়ে বসল।

ও যখন পার্টনার হয়, তখন লন্ড্রিটা ছিল ছোট; কিন্তু একটি কাজে বিশেষজ্ঞ বনে গিয়ে ও দোকানের চেহারাই দেয় পাল্টে। দোকান মিহি উলের গলফ মোজা ধোয়া শুরু করে বিলেতি কায়দায়। তাতে মোজা পরিষ্কার হয়, অথচ টেনে যায় না। এর বছরখানেকের মধ্যেই ওরা শুরু করে নিকারবোকার ধোয়ার কাজ। তখন শহরময় সব পুরুষের মুখে শোনা যায় শুধু এক বুলি, শেটল্যান্ড গেঞ্জি এবং সোয়েটার পাঠাতে হবে ডেক্সটারের লন্ড্রিতে। আর কিছু দিন পরই গিন্নিরাও তাঁদের লিনেনের পোশাক পাঠাতে শুরু করলেন ডেক্সটারের কাছে।

দেখতে দেখতে শহরের পাঁচটি এলাকায় চালু হয়ে যায় লন্ড্রির শাখা। এবং এরপর, সাতাশ পেরুনোর আগেই, ডেক্সটার দেশের এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় লন্ড্রি মালিক! তার মতো অত দোকানের মালিকানা আর কেউ দাবি করতে পারে না!

আর, ঠিক এই সময়েই দোকানগুলো বেচে দিয়ে ও চলে গেল নিউইয়র্কে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে এই কাহিনির কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের গল্প ওর বিপুল সাফল্যের প্রথম দিকের দিনগুলো নিয়ে।

ডেক্সটারের বয়স তখন তেইশ। সেসময় যেসব প্রবীণ ওকে দেখিয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন, তাঁদের দলে ছিলেন হার্ট নামে একজন গলফ খেলোয়াড়। তিনি একদিন ওকে একখানা কার্ড দেন। যেকোনো শনিবারে শেরী দ্বীপের গলফ ক্লাবে অতিথি হিসেবে যাওয়ার নিমন্ত্রণপত্র। কার্ডখানা পাওয়ার পর একদিন ও ক্লাবে গিয়ে সেখানকার খাতায় নাম সই করে।

এবং সেই দিনই ক্লাবের মাঠে হয় দুটি যুগলের এক খেলা। এক দিকে ডেক্সটার আর মি. হার্ট, আর এক দিকে মি. স্যান্ডউড আর মি. টি এ হেডরিককে নিয়ে।

এই মাঠেই এক কালে ও সহকারী হিসেবে মি. হার্টের থলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাঠের কোথায় কী আছে, তা আজও ও চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কী? এসব কথা কাউকে বলবার প্রয়োজনই ও বোধ করে না। ও শুধু বারবার আড়চোখে তাকাতে থাকে সহকারী ছেলে চারটির দিকে। ছেলে কটি যখন ওদের পেছনে ছুটে বেড়ায়, ও তখন লক্ষ করবার চেষ্টা করে তাদের চোখের বিশেষ কোনো ঝলক, হাত-পায়ের বিশেষ কোনো ভঙ্গি। যা দেখে ওর নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে পারে। যাতে ওর অতীত এবং বর্তমানের মধ্যকার ব্যবধানটা ঘুচে যায়।

এ এক অদ্ভুত উপলক্ষ্য। আকস্মিকভাবে কতকগুলো পরিচিত অথচ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে ভরা। একবার ওর মনে হয় এখানে ও অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী। পরমুহূর্তেই বুক ভরে ওঠে একটা গর্বে। মি. টি এ হেডরিকের থেকে ও অনেক ভালো খেলে। ভদ্রলোকের সঙ্গ রীতিমতো বিরক্তিকর। এবং এখন তাঁকে আর ভালো খেলোয়াড়ও বলা যায় না।

তারপর ঘটে যায় একটা বিরাট ঘটনা।

পনেরো নম্বর গ্রিনের কাছে মি. হার্ট একটা বল হারিয়ে ফেলেছেন। ওরা সবাই মিলে ঝাঁটার কাঠির মতো ঘাসের মধ্যে সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় পেছন দিকের একটা হিলের আড়াল থেকে কে যেন স্পষ্ট গলায় হেঁকে উঠল, চার!

হাঁক শুনেই খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে ওরা ঘুরে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হিলের ওপাশ থেকে আকস্মিকভাবে সাঁই করে ছুটে আসে

একটি নতুন, চকচকে বল। এবং এসে—লাগবি তো লাগ একেবারে মি. হেডরিকের তলপেটে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, উঃ, গেছি! লোকে কেন যে এই খ্যাপা মেয়েলোকগুলোকে মাঠে আসতে দেয়! আর সহ্য হয় না।

উত্তরে হিলের ওপাশ থেকে একই সঙ্গে উঠে এলো একটি মাথা এবং একটি কথা, আমরা খেললে আপনারা কিছু মনে করবেন না তো?

মি. হেডরিক রাগে ফেটে পড়লেন, তোমার বল এসে আমার তলপেটে লেগেছে।

মেয়েটি এবার ওদের দিকে এগিয়ে এলো, ওমা, তাই নাকি? আমি দুঃখিত। কিন্তু—আমি তো আগেই হাঁক দিয়ে বলেছিলাম, চার।

এবার সে ওদের সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর তার চোখ দুটি ফেয়ারওয়েতে বল খুঁজে বেড়াতে থাকে। সেই সঙ্গেই সে প্রশ্ন করে, আমার বলটা কীভাবে ছিটকে পড়েছে?

প্রশ্নটি সাদা মনে করা হলো, না, ঠাট্টা করে, বলা মুশকিল।

অবশ্য, একটু পরেই মেয়েটি সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দেয়। হিলের ওপর থেকে তার সঙ্গিনী ডাক দিতেই সে উচ্ছল আনন্দে বলে ওঠে, এই যে আমি। বলটা ধাক্কা খেয়েছে। সেই জন্য আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

বলটি এগিয়ে নিয়ে সে লোহার স্টিক হাতে সংক্ষিপ্ত একটা শটের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ায়।

এবার ডেক্সটার ভালো করে তার দিকে তাকায়।

মেয়েটির গায়ে একটা নীল রঙের ডোরাকাটা জামা। গলায় আর কাঁধে সাদা বর্ডার দেওয়া। তার ফলে গায়ের কটা রংটা যেন আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। বাচালতা আর ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য এগারো বছর বয়সে মেয়েটির উগ্র চোখ আর ঝুলে পড়া মুখখানা দেখলে হাসি পেত। আজ সে বাচালতাও নেই, সে কৃশতাও নেই।

এখন মেয়েটি মারাত্মক রকমের সুন্দরী। গালের রং ছবির রঙের মতো—মাঝখানে একটি জায়গায় গাঢ়, তারপর চারদিকে একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেছে। যাকে বলে পাকা রং, এ তা নয়। বরং এর মধ্যে আছে একটা তারল্য, একটা উজ্জ্বলতা। এর আভা এমনি যে, মনে হয়, রংটা যেকোনো মুহূর্তে ফিকে হয়ে যেতে পারে। এই রং এবং ঠোঁট দুটির চপলতা যেন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাণময় ধারার প্রতীক। মেয়েটি যেন এক সতেজ জীবন, এক উগ্র উদ্দামতার অধিকারিণী।

স্টিক ঘুরিয়ে একটি অধীর অথচ নিস্পৃহ ঘা মেরে মেয়েটি বলটাকে গ্রিনের ওপাশে একটা হিলের ওপর তুলে দেয়। তারপর মুখে চট করে এক টুকরো শুকনো হাসি ফুটিয়ে, অযত্নে উচ্চারিত একটা 'ধন্যবাদ' ছুড়ে দিয়ে, বলটার দিকে ছুটে যায়।

মুহূর্ত কয়েক পর, বল ঠুকতে ঠুকতে মেয়েটি চলে যেতেই, ডেক্সটারের পাশের টি থেকে মি. হেডরিক মন্তব্য করলেন, সেই জুডি জোন্স। ওর এখন কি দাওয়াই দরকার? উপুড় করে ফেলে রেখে একনাগাড়ে ছয় মাস ধরে পাছার ওপর চাবুক মারা, তারপর সেকেলে গোছের কোনো ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্টেনের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিদেয় করে দেওয়া। ব্যস, আর কিছু নয়।

মি. স্যান্ডউডের বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে। তিনি বললেন, যা-ই বলুন, মেয়েটি কিন্তু সুন্দরী।

: সুন্দরী!—মি. হেডরিক ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন, ওকে দেখলে মনে হয়, মুখখানা যেন সবসময় একটা চুমোর লোভে উঁচু হয়েই আছে! গরুর চোখের মতো ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটোর নজর খালি শহরের বাছুরগুলোর দিকে।

মি. হেডরিক মেয়েটির বাৎসল্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইছেন, এমনটি ধারণা করা শক্ত।

মি. স্যান্ডউড বললেন, চেষ্টা করলে ও বেশ ভালো গলফ খেলোয়াড় হতে পারবে।

মি. হেডরিক গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, খেলার ও কিচ্ছু জানে না।

মি. স্যান্ডউড বললেন, শরীরের গড়নটা কিন্তু ভারি সুন্দর। ডেক্সটারের উদ্দেশে চোখ টিপে মি. হার্ট ফুটকি কাটলেন, বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, সাহেব, ওর বল খুব জোরে চলে না।

বিকেলের শেষ দিকে আকাশটা যেন সোনায় সোনায় ভরে যায়। তারপর দিগন্তে দেখা দেয় লাল-নীল তরঙ্গ। এবং সেই তরঙ্গ থিতিয়ে যেতেই চারদিক ঘিরে নেমে আসে রাত্রি। পশ্চিম এলাকার গরমের সময়কার এই রাতগুলো ভারি মিষ্টি। নির্জলতায় ঝরঝরে এবং হাওয়ার মৃদু গুঞ্জনে মুখরিত।

ডেক্সটার গলফ ক্লাবের বারান্দায় বসে সন্ধেটা উপভোগ করে।

ক্রমে ঝিরঝিরে হাওয়াটায় জোলো ছোঁয়া লাগে, রুপোলি ঝালর ঝুলিয়ে উঠে আসে পূর্ণিমার চাঁদ। তারপর, চাঁদটা আর একটু উপরে উঠতেই হ্রদের রূপ যায় পাল্টে। দিনের বেলার সাধারণ হ্রদটাকে এবার দেখা যেতে থাকে শুভ্র, নিস্তরঙ্গ এক সরোবরের মতো।

ডেক্সটার এবার স্নানের পোশাক পরে পানিতে নেমে পড়ে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে গিয়ে ওঠে একেবারে সবচেয়ে দূরের মাচাটির কাছে। তারপর স্প্রিং বোর্ডের ভেজা চটের ওপর খানিকটা পানি গড়াল, হাত-পা ছড়ানো বিশ্রাম।

পাশে একবার একটা মাছ লাফিয়ে ওঠে। পানির ওপর একটি তারার ঝলমলানি। হ্রদের চারপাশে আলোগুলো ঝিকমিক করে। উপদ্বীপের মতো একটা অন্ধকার জায়গায় কে যেন পিয়ানোয় গত কয়েক বছরের গরমের সময়কার গান

বাজিয়ে চলেছে। গানগুলো 'চিন-চিন' 'দ্য কাউন্ট অব লুক্সেমবুর্গ' আর 'দ্য চকোলেট সোলজার'-এর।

পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসা পিয়ানোর আওয়াজ ডেক্সটারকে সবসময়ই মোহিত করে। ও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে বাজনা শুনতে থাকে।

পিয়ানোতে এখন যে গৎটা বাজছে, পাঁচ বছর আগে সেটা ছিল উচ্ছল এবং নতুন। ডেক্সটার তখন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। গৎটা একবার বাজানো হয়েছিল একটা নাটঘরে। ওসব জায়গায় যাওয়া তখন ওর কাছে রীতিমতো বিলাসিতা। ও তাই গৎটা শুনেছিল জিমনাসিয়ামের বাইরে দাঁড়িয়ে। সুরটা সেদিন ওর মনে এক গভীর আনন্দের আবেশ এনে দেয়।

আজও ওর মনে লাগছে সেই আনন্দেরই আবেশ। তীব্র এক রসানুভূতিতে বুকখানা ভরে গেছে। সেই অনুভূতির স্পর্শে একবার মনে হলো, ওর জীবনটা নির্ভুল সুরে বাঁধা যন্ত্রের মতো। ওর আশপাশের সবকিছু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি। যে জ্যোতি ওর জীবনে আর ফিরে না-ও আসতে পারে।

হঠাৎ দ্বীপের অন্ধকারে একটা নিচু, ফ্যাকাশে, আয়তাকার ছায়া ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে যায় একখানা রেসিং মোটরবোটের ঘড়ঘড় আওয়াজ। তার পেছনে, চিড়-খাওয়া পানির ওপর দিয়ে, এগিয়ে আসতে থাকে দুখানা সাদা স্টিমার।

পিয়ানোর উচ্ছল টুংটাং পানির একটানা আওয়াজে ডুবিয়ে দিয়ে বোটখানা একটু পরেই ওর কাছাকাছি চলে আসে।

ডেক্সটার এবার হাতে ভর দিয়ে মাথাটা একটুখানি উঁচু করে বোটখানার দিকে চোখ ফেলে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। তার কালো চোখ দুটি ক্রমবর্ধমান জলীয় ব্যবধান উপেক্ষা করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে।

মুহূর্ত কয়েক পরই বোটখানা মাচা পার হয়ে যায়।

তারপর শুরু হয় পানির ফোয়ারা তুলে হ্রদের মাঝখানটায় উদ্দাম উদ্দেশ্যহীন চক্কর কাটা। এবং এক সময় বোটখানার মতোই উদ্দাম একটি তরঙ্গবৃত্ত আছাড় খেয়ে ভাঙতে ভাঙতে ওর মাচায় এসে লাগে।

এবার বোটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, কে?

মেয়েটি খুব কাছে এসে পড়েছে। তার স্নানের পোশাকটাও দেখা যাচ্ছে। পোশাকটা যে গোলাপি কাপড়ের, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না।

বোটের মাথাটা একবার মাচার গায়ে ধাক্কা খায়। মাচাটা এবার তির্যকভাবে একটুখানি উঁচু হয়ে ওকে মেয়েটির দিকে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে অসম কৌতূহলে দুজনেই আবিষ্কার করে, ওরা পরস্পরের পরিচিত।

মেয়েটি প্রশ্ন করে, আজ বিকেলে যে গলফ খেলা হলো, আপনিও তাতে ছিলেন, না?